প্রথম আলো

0 7 JAN 2007

স্বাস্থ্য অধিদপ্তর ও কারিগরি শিক্ষা বোর্ডের সমন্বয়হীনতা

নগরীতে ভুয়া মেডিকেল ইনস্টিটিউট

এই মেডিকেল ইনস্টিটিউটগুলোর মতো অনেক প্রতিষ্ঠানের স্বাস্থ্য ও পরিবারকল্যাণ মন্ত্রণালয়ের অনুমোদন নেই

শিবলী রেজা আহমেদ ●

'ডাক্তার হওয়ার স্বপ্ন নিয়ে সায়েন্সে ভর্তি হয়েছিলাম। এসএসসির ফল খারাপ হওয়ায় বুঝতে পেরেছিলাম ডাক্তার হওয়ার সাধ পূরণ হবে না। তখন সিদ্ধান্ত নিই মেডিকেল টেকনোলজিস্ট হব। তাই যশোর থেকে এখানে এসে একটি বেসরকারি মেডিকেল ইনস্টিটিউটে ডিপ্লোমা কোর্সে ভর্তি হই। কিছুদিন আগে একটি দৈনিক পত্রিকায় ভুয়া মেডিকেল টেকনোলজি সংক্রান্ত সতর্কীকরণ বিজ্ঞপ্তিতে আমি যে প্রতিষ্ঠানে পড়ি সেই প্রতিষ্ঠানের নাম দেখে মাথায় আকাশ ভেঙে পড়ে।'—কথাগুলো বলছিলেন মোহাম্মদপুরের ইকবাল হোসেন।

খোঁজ নিয়ে জানা গেছে, নগরীতে প্রায় ২০টি ভুয়া বেসরকারি মেডিকেল ইনস্টিটিউট এবং বেশকিছু পল্লী চিকিৎসক প্রশিক্ষণ কেন্দ্র গড়ে উঠেছে। এসব ভুয়া প্রতিষ্ঠান মোহাম্মদপুর, ফার্মগেট, কল্যাণপুর, মিরপুর, গুলিস্তান, মহাখালী ও উত্তরায় তাদের কার্যক্রম চালাচ্ছে। স্বাস্থ্য অধিদপ্তর অফিস সূত্রে জানা গেছে, এসব প্রতিষ্ঠান নিয়মানুযায়ী স্বাস্থ্য ও পরিবারকল্যাণ মন্ত্রণালয়ের অনুমোদন এবং বাংলাদেশ রাষ্ট্রীয় চিকিৎসা অনুষদের অধিভুক্ত না হয়েই 'গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার'-এর অনুমোদন আছে প্রচার করে তাদের শিক্ষা কার্যক্রম পরিচালনা করছে।

স্বাস্থ্য অধিদপ্তর থেকে জানা গেছে, স্বাস্থ্য ও পরিবারকল্যাণ মন্ত্রণালয়ের অনুমোদন এবং বাংলাদেশ রাষ্ট্রীয় চিকিৎসা অনুষদের অধিভুক্ত না হয়েই 'গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার'-এর অনুমোদন আছে এমন প্রচারণা, সংশ্লিষ্ট বিভাগের অনুমোদন ছাড়া অবৈধভাবে চিকিৎসাশিক্ষা কার্যক্রম পরিচালনা এবং এ সংক্রান্ত বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করা জনগণের সঙ্গে প্রতারণার শামিল। এ বিষয়ে বিভিন্ন দৈনিক পত্রিকায় ভুয়া প্রতিষ্ঠানে মেডিকেল টেকনোলজি কোর্সে ভর্তিসংক্রান্ত সতর্কীকরণ বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করা হয়। ওই বিজ্ঞপ্তিতে ভুয়া বেসরকারি মেডিকেল ইনস্টিটিউটের তালিকায় নগরীর ১৯টি প্রতিষ্ঠানের নাম রয়েছে।

মেডিকেল টেকনোলজির ডিপ্লোমা কোর্স চালু করার জন্য সরকারের সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয় কর্তৃক প্রণীত ইনস্টিটিউট অব হেলথ টেকনোলজি স্থাপনের নীতিমালা রয়েছে। নীতিমালা অনুযায়ী বেসরকারি উদ্যোক্তারা সচিব বরাবর নির্ধারিত ফরমে আবেদন করেন। এই আবেদনের পরিপ্রেক্ষিতে একটি পরিদর্শন কমিটি ওই ইনস্টিটিউট অব হেলথ টেকনোলজি পরিদর্শন করে একটি প্রতিবেদন স্বাস্থ্য ও পরিবারকল্যাণ মন্ত্রণালয়ের সচিবদের কাছে দাখিল করেন। কমিটির অনুমোদন পেলে ওই প্রতিষ্ঠান সরকারি অনুমোদন লাভ করে। অনুমোদন পাওয়ার পর বাংলাদেশ রাষ্ট্রীয় চিকিৎসা অনুষদের সচিবের কাছে অধিভুক্ত হওয়ার জন্য উদ্যোক্তারা আবেদন করেন। রাষ্ট্রীয় চিকিৎসা অনুষদ কর্তৃক প্রণীত কোর্স কারিকুলাম অনুযায়ী পরীক্ষাসমূহ পরিচালনা ও সনদ প্রদান করা হয়।

স্বাস্থ্যসংক্রান্ত যেকোনো প্রশিক্ষণ চালু কিংবা পরিচালনা করতে হলে অবশ্যই স্বাস্থ্য ও পরিবারকল্যাণ মন্ত্রণালয়ের অনুমোদন নিতে হবে।

বাংলাদেশ মেডিকেল অ্যান্ড ডেন্টাল কাউন্সিল (বিএমডিসি) অ্যাক্ট ১৯৮০-এর ৩১ ধারায় উল্লেখ আছে—সরকারের অনুমোদন ব্যতিরেকে পাঠ্যসূচি সংগঠন করা যাবে না। কোনো ব্যক্তি সরকারের অনুমোদন ব্যতিরেকে শৈল্যবিদ্যাসহ চিকিৎসাশাস্ত্র, সেবিকাবৃত্তি, ভেষজকর্ম ও ধাত্রীবিদ্যায় কোনো পাঠ্যসূচি সংগঠন করতে পারবে না। এমনকি প্রশিক্ষণ, সনদ, লাইসেন্স, ডিপ্লোমা অথবা ডিগ্রি প্রদান করতে পারবে না। এই ধারা লঙ্ঘনকারীকে শাস্তি হিসেবে জরিমানাসহ দুই বছর পর্যন্ত কারাদণ্ড ভোগ করতে হবে।' সুনির্দিষ্ট আইন থাকার পরও সরকারের সংশ্লিষ্ট বিভাগের অনুমোদন না নিয়ে চিকিৎসা শিক্ষা কার্যক্রম চালাচ্ছে ভুয়া মেডিকেল ইনস্টিটিউটগুলো।

স্বাস্থ্য অধিদপ্তরের চিকিৎসা শিক্ষা ও স্বাস্থ্য জনশক্তি উন্নয়নের পরিচালক অধ্যাপক ডা. খন্দকার মো. সিফায়েত উল্লাহ অভিযোগ করেন, স্বাস্থ্য ও পরিবারকল্যাণ মন্ত্রণালয় এবং শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের অনুমোদন না নিয়ে কারিগরি শিক্ষা বোর্ড সারা দেশে ৩৭টি বেসরকারি মেডিকেল ইনস্টিটিউটকে অনুমোদন দিয়েছে। পরে শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের সম্মেলন কক্ষে আন্তঃমন্ত্রণালয়ের এক সভায় আপাতত কোর্সটি বন্ধ করার কথা বলা হয়। কিন্তু ওই সব ভুয়া প্রতিষ্ঠান এখনো তাদের কার্যক্রম চালাচ্ছে।

মিরপুরের ১২ নং সেকশনের এসপিকেএস মেডিকেল ইনস্টিটিউট নামের একটি প্রতিষ্ঠান এখনো তাদের ডিপ্লোমা কোর্সগুলো চালু রেখেছে। এ প্রতিষ্ঠানের নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক একজন ছাত্র বলেন, 'ভর্তির সময় বলেছে এটা সরকারের অনুমোদনপ্রাপ্ত প্রতিষ্ঠান এবং ১৯৯৮ সাল থেকে গৌরবের সঙ্গে এই প্রতিষ্ঠান কাজ চালিয়ে যাচ্ছে। কিন্তু পরে দেখা

গেল স্বাস্থ্য অধিদপ্তরের ভুয়া প্রতিষ্ঠানসংক্রান্ত বিজ্ঞপ্তিতে এই প্রতিষ্ঠানের নাম রয়েছে। এদের উপযুক্ত শাস্তি হওয়া উচিত।' তবে, প্রতিষ্ঠানটির ব্যবস্থাপক নিপুণ বিশ্বাস দাবি করেন, 'আমরা কারিগরি শিক্ষা বোর্ডের অনুমোদন নিয়ে কাজ চালাচ্ছি। তাই এটি একটি বৈধ প্রতিষ্ঠান।'

কারিগরি শিক্ষা বোর্ড, শিক্ষা মন্ত্রণালয় এবং স্বাস্থ্য ও পরিবারকল্যাণ মন্ত্রণালয়ের সঙ্গে আলোচনা না করে এসব প্রতিষ্ঠানকে অনুমোদন দেওয়া এবং প্রতিষ্ঠানগুলো বন্ধের নোটিশ না দেওয়া প্রসঙ্গে কারিগরি শিক্ষা বোর্ডের চেয়ারম্যান ড. মুহাম্মদ ইদ্রিস আলী বলেন, 'বন্ধ করার প্রশ্নই আসে না। কেউ ইচ্ছা করলেই এটা বন্ধ করতে পারে না।' বিএমডিসি অ্যাক্টের কথা জিজ্ঞাসা করলে তিনি বলেন, 'আমাদেরও আলাদা আইন-কানুন আছে।'

এ বিষয়ে সরকারি প্রতিষ্ঠান ইনস্টিটিউট অব হেলথ টেকনোলজির অধ্যক্ষ গোলাম রাব্বানী বলেন, 'ভুয়া প্রতিষ্ঠানগুলো এখনই বন্ধ করা উচিত। অবৈধ এসব প্রতিষ্ঠানে মানসম্মত শিক্ষা দেওয়া হয় না। তবে চাহিদা বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে নতুন কয়েকটি মানসম্মত এবং যথার্থভাবে অনুমোদনপ্রাপ্ত ইনস্টিটিউট প্রতিষ্ঠা করলে ভালো হবে। এ ছাড়া সরকারি হেলথ ইনস্টিটিউটে সিটের সংখ্যা বাড়ালে এই সমস্যা কিছুটা কমবে।'

বর্তমানে সারা দেশে সরকারিভাবে দুটি ইনস্টিটিউট অব হেলথ টেকনোলজি এবং স্বাস্থ্য অধিদপ্তরের ২২টি অনুমোদনপ্রাপ্ত বেসরকারি মেডিকেল ইনস্টিটিউট বিভিন্ন বিষয়ে ডিপ্লোমা কোর্স করাচ্ছে।

অনুমোদনপ্রাপ্ত এসব ইনস্টিটিউট অব মেডিকেল টেকনোলজিতে অধ্যয়নরত ছাত্রছাত্রীদের গঠিত ছাত্র সংগ্রাম পরিষদ ভুয়া ইনস্টিটিউট অব মেডিকেল টেকনোলজির এবং বাংলাদেশ ডিপ্লোমা মেডিকেল টেকনোলজিস্ট অ্যাসোসিয়েশন কারিগরি শিক্ষা বোর্ডের গৃহীত সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে আন্দোলন করে যাচ্ছে।

বাংলাদেশ ডিপ্লোমা হেলথ অ্যাসোসিয়েশনের সভাপতি ফরিদ আহম্মেদ বলেন, 'স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয়ের অনুমোদনহীন কিন্তু কারিগরি শিক্ষা বোর্ডের অনুমোদনপ্রাপ্ত এবং পুরোপুরি অনুমোদনবিহীন এমন অনেক প্রতিষ্ঠান রয়েছে যারা মেডিকেল টেকনোলজিস্ট কোর্স এখনো পরিচালনা করছে। এগুলো বন্ধ না করলে চিকিৎসাব্যবস্থা বিশেষ করে রোগ নির্ণয়ের মতো গুরুত্বপূর্ণ কাজটি মারাত্মকভাবে ব্যাহত হবে।'

এ বিষয়ে জানতে চাইলে স্বাস্থ্য অধিদপ্তরের চিকিৎসা শিক্ষা ও স্বাস্থ্য জনশক্তি উন্নয়নের পরিচালক অধ্যাপক ডা. খন্দকার মো. সিফায়েত উল্লাহ বলেন, 'অনুমোদনবিহীন ও ভুয়া মেডিকেল টেকনোলজি ইনস্টিটিউটের একটি তালিকা তৈরি করা হয়েছে। আমরা এসবের বিরুদ্ধে শিগগির যথাযথ ব্যবস্থা গ্রহণ করব।'

কোর্স বন্ধ ২৬ বছর আগে, প্রশিক্ষণ চলছেই!

পল্লী চিকিৎসক প্রশিক্ষণ বা লোকাল মেডিকেল অ্যাসিসটেন্স অ্যান্ড ফ্যামিলি প্ল্যানিং (এলএমএএফ) কোর্সটি বন্ধ হয়ে গেছে ১৯৮১ সালে। কিন্তু নগরী ঘুরে দেখা গেছে, এখনো বেশ কিছু প্রতিষ্ঠান কোর্সটি চালিয়ে যাচ্ছে। এসব প্রতিষ্ঠান সমাজসেবা অধিদপ্তর থেকে কল্যাণমূলক প্রতিষ্ঠান হিসেবে নিবন্ধন নিয়ে পরে ব্যবসা শুরু করেছে।

ফার্মগেটের 'এ হোপ' নামের একটি প্রতিষ্ঠান এখনো এলএমএএফ কোর্সে প্রশিক্ষণ দিচ্ছে। এ ব্যাপারে জানতে চাইলে এ হোপের ফার্মগেট শাখার ব্যবস্থাপক মোহাম্মদ জাহিদুল হোসাইন জাহিদ বলেন, 'আমরা এলএমএএফ কোর্সের নাম বললেও আসলে এটা মেডিকেল রিফ্রেসার্স কোর্স। এলএমএএফ কোর্স বন্ধ হওয়ার পর অনেকেই বোঝে না রিফ্রেসার্স কোর্স কী। তাই এই নামে কোর্সটি পরিচালনা করি।'

ঢাকা জেলা সমাজসেবা অফিসের সহকারী পরিচালক আবুজ্জোহা আহমেদ নূর এ হোপ সম্পর্কে জানান, এ হোপ একটি কল্যাণমূলক প্রতিষ্ঠান। প্রতিষ্ঠানটিকে কোনো প্রশিক্ষণ কেন্দ্র তৈরির জন্য অনুমোদন দেওয়া হয়নি। ২০০০ সালের পর থেকে এরা কোনো যোগাযোগও করে না। ফলে তাদের কোনো বৈধতাও নেই। তিনি বলেন, 'কোনো সার্টিফিকেটে আমাদের দেওয়া রেজিস্ট্রেশন নম্বর ব্যবহার করা যাবে না। এই প্রতিষ্ঠানের বিরুদ্ধে অভিযোগ প্রমাণিত হলে তার জন্য ব্যবস্থা নেওয়া হবে।'

কল্যাণপুরের বাসস্ট্যান্ডে অবস্থিত এলএমএএফ ট্রেনিং সেন্টারে প্রশিক্ষণ নিয়েছেন আলমগীর হোসেন। তিনি ক্ষুব্ধ প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করে বলেন, 'এভাবে প্রতিনিয়ত এসব প্রতিষ্ঠান মানুষদের ঠকাচ্ছে। ভর্তির আগে তারা বলেছিল সেটা সরকার অনুমোদিত, ভর্তির পর তারা ঢিলেঢালাভাবে নামমাত্র ট্রেনিং দিয়েছে।' এ বিষয়ে ওই প্রতিষ্ঠানে যোগাযোগ করা হলে অফিস থেকে দাবি করা হয়, এখানে স্বাস্থ্য সংক্রান্ত প্রাথমিক বিষয়ে ট্রেনিং দেওয়া হয়; তার জন্য অনুমোদনের প্রয়োজন হয় না।

বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান সরকারের অনুমোদন ছাড়া কীভাবে এলএমএএফ কোর্স করাচ্ছে এ বিষয়ে জানতে চাইলে স্বাস্থ্য অধিদপ্তরের চিকিৎসা শিক্ষা ও স্বাস্থ্য জনশক্তি উন্নয়নের পরিচালক বলেন, 'এলএমএএফ কোর্স এখন বিলুপ্ত। তাই এই কোর্স নিয়ে যেসব প্রতিষ্ঠান প্রতারণা করছে তাদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেওয়া হবে।'